International Journal of Social, Political and Economic Research

ISSN: 2667-8810 (Online)

ijosper.uk/

Original Article

Article No: 14_V1_I1_A3

TAFSIR IBN KATHIR: BIOGRAPHY OF WRITER AND SPECIALIST IN TAFSIR

SAEYD RASHED HASAN CHOWDURY *

***Researcher, Department of Islamic Studies, Faculty of Arts, University of Dhaka, Bangladesh.

saeydrashed.du1991@gmail.com

ORCID.ORG/0000-0002-3864-1378

Key Words:

Abul fida Ismail ibn umar Ibn Kathir; Tafsir Ibn Kathir; Specialist in Tafsir; Contribution to the books.

Abstract:

Tafsir or Quran is the principal and first source of the shariah. Islamic jurists analyzed this source in extracting and introducing legal decisions. Alongside the Mufassir the Muhaddis (experts of Hadith) also exerted tremendous efforts in finding and extracting legal decisions. Although the Mufassir study within the scope of Quran, collecting Quran, managing compilation, scrutinizing the chain of narration and accuracy of the text. Abul fida Ismail ibn umar Ibn Kathir (707-774) was one of those who studied vigorously the application of Quran, in deriving shariah rulling. Along with compilation of Quran, illustration, he also palyed a vital role in deriving shariah rulling in the light of Quran. He authored many worthy books in this field too on top of that he was also a great scholar of Quran. This paper presents his invaluable contribution in deriving shariah ruling. Narrative method was applied in writing this paper. Many documents including the Quranic text and Hadith and major books in this field were also referred. The current paper ultimately evaluates the huge contribution of Abul fida Ismail ibn umar ibn kathir in the field of Shari ‘ah ruling.

তাফসীর ইব্ন কাছীর : পরিচয় ও তাফসীরের বিশেষত্ব

সারসংক্ষেপ

তাফাসীর বা কুরআন শরঈ বিধি-বিধানের প্রধান ও প্রথম উৎস। তাফসীরকারকগন শর'ঈ বিধান উদ্ভাবনে এ উৎসকে প্রয়োগ করেছেন। মুফাচ্ছিরগণের পাশাপাশি যুগে যুগে অনেক মুহাদ্দিস ও শর'ঈ বিধান বর্ণনা ও নিরূপণের প্রয়াস নিয়েছেন, যদিও মুফাচ্ছিরগণ মূলত কুরআন নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁরা কুরআন সংগ্রহ, সংকলন, কুরআনের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। যেসব মুফাচ্ছির তাঁদের মূল কর্তব্যের পাশাপাশি কুরআনের আলোকে শরীয়তের বিধি-বিধান নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন তাঁদের অন্যতম আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে উমার ইবনে কাছীর (৭০৭-৭৭৪ খ্রি.)। কুরআনের সংকলন, ব্যখ্যা বিশ্লেষণের পাশাপাশি তাঁর রচিত মৌলিক গ্রন্থসমূহে তিনি কুরআনের আলোকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ে সবিশেষে ভূমিকা পালন করেন। ইলমে তাফসীরে অনবদ্য অবদানের পাশাপাশি এ মহান মনীষী কুরআনের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয়ে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সে সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে পর্যালোচনা ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কুরআন, হাদীস এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট মৌলিক গ্রন্থাবলি তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ইবন কাছীর রহ. কেবল কুরআনের উপর গবেষণা করেন নি; বরং তিনি শর'ঈ বিধি- বিধান নির্ণয়েও যে বিশাল অবদান রেখেছেন, এ প্রবন্ধ তার-ই স্বাক্ষর বহন করবে।

মূল শব্দ: আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে উমার ইবনে কাছীর, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরের বৈশিষ্ট্য, ইব্ন কাছীর রচিত গ্রন্থমালা।

1. ভূমিকা

মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন হতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও বিষয়ে বিকাশ সাধিত হয়ে আসছে। যুগে যুগে অনন্য সাধারন ব্যক্তি পণ্ডিত ও চিন্তাশীল গবেষকগণ নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে আসছেন। এ বিষয়ের ধারাবাহিকতায় তাফসীর শাস্ত্রের বিকাশে যে ক'জন মুফাসসীর গবেষক ও মনীষী ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন, ইমাম ইব্ন কাছীর তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা, নিরবিচ্ছিন্ন অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক অভিনিবেশের মাধ্যমে তাফসীর শাস্ত্রের উন্নয়নে অতুলনীয় অবদান রেখে এক বিরাট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইব্ন কাছীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহিত ও তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষা-ভাষীদের জন্য পবিত্র

কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধারার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা শ্রেষ্ঠকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই, এই পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাকারে ও এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত।

2. নাম ও বংশ পরিচয়

তাঁর নাম ইসমাইল, আবুল ফিদা তাঁর কুনিয়াত বা ডাকনাম এবং ইমামুদ্দীন তাঁর উপাধি। সুতরাং, তাঁর সাঁজরা ই নাসাব বা কুলজীনামা সহ পুরোনাম ও বংশ পরিচয় হচ্ছে নিম্নরূপ: ‘‘আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাইল ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন জাউ ইব্‌ন কাছীর যারা আল-কারশী আল বাসারী আদ দিমাশকী। কিন্তু, সাধারণ্যে তিনি ইব্‌ন কাছীর নামে সমধিক পরিচিত’’[1]। বস্তুতঃ আল–বাসরী নামক তার এই নিসবতটি হচ্ছে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা বা তালীম ও তারবিয়াত বাচক উপাধি। ইমাম ইব্‌ন কাছীর ছিলেন এক সুশিক্ষিত, জ্ঞানী ও বিদ্বান পরিবারের সুসন্তান। তাঁর সুযোগ্য পিতা শাইখ আবু হাফস শিহাবুদ্দীন উমার (রঃ) সে অঞ্চলের খতিব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর বড় ভাই আব্দুল ওয়াহাব (রঃ) ছিলেন সে যুগের খ্যাতনামা আলেম, হাদীস বেত্তা ও তাফসীরবিদ। এমনকি যয়নুদ্দিন ও বদরুদ্দীন নামক তাঁর পুত্রদ্বয় ও ছিলেন সেকালের বিরাট খ্যাতিসম্পন্ন হাদীস বেত্তা।

According to Encyclopaedia of Islam, “His full name was abul fida Ismail ibn umar ibn kathir with the honorary title of imad ad din pillar of the faith. He was born in mijdal, a village on the outskirts of the city of busra to the east of damacus. Syria in the about A H 707 （AD 1300/1）He was taught by ibn taymiyya and al dhahab”[2]।

ইসমাইল ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন দু, ইব্‌ন দাবা আল কুরাশী আল বুসরাবী আদ-দিমাশকী, কুনয়াত: আবুল ফিদা, উপাধি: ইমামুদ্দীন। সাধারণত পিতামহের নামে পরিচিত, ঐতিহাসিক, তাফসীরকারক ও মুহাদ্দিস হিসেবে বিখ্যাত[3]।

قال علامة ابن العماد –هو اسماعيل بن عمربن كثير بن ضوء بن زرع– الشيخ الامام العلامة عماد الدين ابو الفداء ابن الشيخ شهاب الدين ابي حفص القرشي البصري الدمشقي البصري الشافعي المعروف بابن كثير[4]

---

[1] ড. মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (অনুবাদক), *তাফসীর ইব্‌ন কাছীর,* ঢাকা, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, ৮ম সংস্করণ, ২০০৮ খৃ:, ১ম খণ্ড, পৃ. ১

[2] *Encyclopedia of Islam*, voll. 2, p. 46

[3] *ইসলামিক বিশ্বকোষ,* ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পাদিত, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৫ খৃ:, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫

[4] আল্লামা ইবনুল ইমাদ, *সাযারাতুয জাহার,* মিসর, মাকতাবাহ-আল নাহদা আল-মিসরীয়্যা প্রকাশনী, ১৯৮৮ খৃ:, পৃ. ৮৮

3. জন্ম ও জন্মস্থান

ইমাম ইব্‌ন কাছীর সিরীয় প্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর বসরার অন্তর্গত মাজল নামক মহল্লায় ৭০০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তেকালের সন তারিখ সম্বন্ধে কোন মতানৈক্য নেই বটে, কিন্তু তাঁর জন্মের তারিখ সন নিয়ে তাঁর জীবনীকারদের মাঝে বেশ একটা মতদ্বৈতা লক্ষ্য করা যায়। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী তার যাইলু তাজকীরাতুল হুফফাজ, আল্লামা কাজী সাওকানী আল বাদরুত তালি গ্রন্থে, হাকিম শাইখ শামসুদ্দীন জাহাবী (মৃতঃ ৭৪৮ হিঃ- ১৩৪৭খ্রীঃ) স্বীয় তাজকীরাতুল্ হুফফাজ গ্রন্থের উপক্রমণিকায়, নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী (মৃতঃ ১৩০৭ হিঃ১৮৮৯ খ্রীঃ) তাঁর আবজাদুল উলুম গ্রন্থে ৭০১ হিজরি কিংবা তদূর্ধ্বে বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। যাই হোক, ইব্‌ন কাছীরের জন্মের সময়ে তাঁর পিতা সেই অঞ্চলের খতীবে আজম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, একথা আগেই উল্লেখ করেছি''[5]। قال علامة ابن العماد: ولد سنة 701 ه 1301 م في قرية مجديل من اعمال بصري الشام و عاش الدمشق[6]

আখতার ফারুক বলেন, ইব্‌ন কাছীর ৭০০ হিজরী মোতাবেক ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার বসরা শহরে এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন[7]।

ولد في سوريا سنة 707 ه كما ذكر ذلك في كتابه البدايه و النهاية–و كان مولوده بقريه مجدل من اعمال بصري من منطقة سهل حوران درعا حاليا في جنوب دمشق[8]

4. পরিবার পরিচিতি

তাঁর পিতা শাইখ আবু হাফস শিহাবুদ্দীন উমর সেখানকার খতিবে আজম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন[9]। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাইখ আব্দুল ওহাব সামসময়িক কালের একজন খ্যাতনামা আলিম, হাদিসবেত্তা ও তাফসীরকারক ছিলেন, তাঁর দুই পুত্র জয়নুদ্দিন ও বদরুদ্দিন সেই যুগের প্রখ্যাত হাদিসবেত্তা ছিলেন, মোটকথা তাঁর গোটা পরিবারই ছিল সেকালের জ্ঞান জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ।

---

[5] ড. মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[6] আল্লামা ইবনুল ইমাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

[7] ড. আখতার ফারুক (অনুবাদক), *তাফসীর ইব্‌ন কাছীর,* ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৫ম সংস্করণ, ২০০১ খৃ:, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮

[8] আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাইল ইব্‌ন কাছীর, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ,* মিসর, দার আল ইলম লিল মালায়িয়ীন প্রকাশনী, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯৪ খৃ:, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮

[9] ড. আখতার ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

5. শিক্ষা জীবন

তিন কিংবা চার বছর বয়সের সময়ে শিশু ইব্‌ন কাছীরের স্নেহময় পিতা শিহাবুদ্দীন উমার ৭০৩ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শাইখ আব্দুল ওয়াহাব তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ''শৈশবে পিতৃ-বিয়োগের তিন বছর পর ৭০৬ হিজরিতে ভাইয়ের সঙ্গে তিনি তৎকালীন ধন-ঐশ্বর্যের স্বপ্নপুরী বাগদাদ নগরীতে উপনীত হন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে ফিকাহ শাস্ত্রের অধ্যয়ন শুরু করেন, অতঃপর শাইখ বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম বিন আব্দুর রহমান ফাজারী এবং শাইখ কামালুদ্দীন ইব্‌ন কাজী সাহবার কাছে ফিকাহ শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করেন''[10]।

قال الحافظ ابن كثير كنت اذ ذاك صغيرا ابن ثلاث سنين او نحوها–ثم تحولنا من بعد سنة 707 الي دمشق صحبة كمال الدين عبد الوهاب و قال :و قد كان لنا شقيقا –و بنا رفيقا شفوقا –و قد تاخرت و فا ته الي سنة خمسين 650 فاشتغلت علي يديه في العلم فيسر الله تعالي فيه ما يسر – و سهل منه ما سهل[11]

According to Encyclopedia of Islam: He was taught by Ibn Taymiyyah and al dhahabi, upon completion of his studies he obtained his first official appointment in 1341. When he joined as inquisitorial commission formed to determine certain questions of heresy. He married the daughter of al mizzi, one of the formed Syrian scholars of the period, which gave him access to the scholarly elite. [12]

তিনি বড় ভাইয়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিকাহ শাস্ত্রের অধ্যয়ন শুরু করেন। অতঃপর খ্যাতনামা হাদীস শাস্ত্রবিদ মুসনিদুদ দুনিয়া রিহলাতুল আফাক ইবন শাহনা হাজ্জাজের কাছে তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ণ করেন। তখনকার দিনে একটা চিরাচরিত নিয়ম ছিল যে, কোন শিক্ষার্থী এক নির্দিষ্ট শাস্ত্রতে ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা অর্জন করতে চাইলে সেই শাস্ত্রের কোন একখানি সংক্ষিপ্ত পুস্তক বাধ্যতামূলকভাবে কন্ঠস্থ করতে হতো। এ কারনে তিনি শাইখ আবু ইশহাক সিরাজী কৃত আত তাসবীহ ফী ফুরুইস শাফীয়াহ নামক গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত কন্ঠস্থ করে ৭১৮ হিজরিতে তা শুনিয়ে দেন। উসুলুল ফিকহের গ্রন্থাবলীর মধ্যে তিনি আল্লামা ইব্‌ন হাজিব মালিক (মৃতঃ ৬৪৬ হিঃ ১২৪৮ খ্রীঃ) কৃত মুখতাসার নামক পুস্তকটি মুখস্থ করেন। এ গ্রন্থের শারহা লেখক আল্লামা শামসুদ্দীন মাহমুদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইস্পাহানীর কাছে গিয়ে ও উসুলুল ফিকাহ এর গ্রন্থমালা অনন্যান্য মনে অধ্যয়ণ করেন। قال جلال الدين السيوتي

[10] নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁ, *আজ্জাদুল উলুম,* বৈরুত, সিদ্দীকী প্রেস ভূপাল, ১৮৭৮ খৃ:, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৮০

[11] ইমাম ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭

[12] *Encyclopedia of Islam,* ibid, P. 121

و لما بلغ ابن كثير السابعة من عمره – ارتحل بصحبة لاخيه الشقيق عبد الوهاب الي مدينة دمشق التي كانةموءل العلماء

– وحاضرة العلم – و مركز الحضارة –و ينبوع العطاء و محط الانظار – و مرابع المعرفة التي يقد الاليها العلماء و

الطلاب من كل هدب و صوب [13]

হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পর্কে আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি বলেন, হাজ্জার এবং তাঁর সমশ্রেনীর মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে তিনি হাদিস শ্রবণ করেন। খ্যাতনামা হাদীস শাস্ত্রবিদ মুসনিদুদ-দুনিয়া রিহ লাতুল আফাক ইব্‌ন শাহনা হাজ্জাজের কাছে তিনি হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। মিসর থকে ইমাম আবুল ফাতাহ দারুসী, ইমাম আলী ওয়ালী এবং ইউসুফ খুঁতনি প্রমুখ সামসময়িক মুহাদ্দিসরা তাকে হাদিস অধ্যাপনার অনুমতি দান করেন। According to Encyclopaedia of Islam, ''He learned from great scholars such as ibn asker. Ishaq ibn yahya al amudi and the shaykh ul islam ibn taymiyyah who was extremely close to him, he also studied under various other sheikhs who gave him permission in fiqh and hadith''[14].

قال الحافظ ابن حجر – قد دمشق وله نحو سبع سنين سنة ست و سبعما ءة مع اخيه بعد موت ابيه و حفظ التنبيه –و

عرضه سنة ثماني عشرة –و حفظ مختصر ابن الحاجب –ثم صاهر المزي و صحب ابن التيمية– و قرء اصل علي

الاصبهاني –و الف في صغرة احكام التنبيه–[15]

6. শিক্ষক মণ্ডলী

মুহাদ্দিস হাজ্জার ছাড়া তাঁর সামসময়িক যেসব মুহাদ্দিসের কাছ থেকে ইমাম ইব্‌ন কাছীর একাগ্রচিত্তে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত মনীষীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেক্ষ্যঃ বাহাউদ্দিন বিন কাসিম বিন মুজাফফর বিন আসাকির (মৃত ১৩২৩ খ্রীঃ), শাইখ যাহিরিয়া আফীফুদ্দিন ইসহাক বিন ইয়াহিয়া আল আমিদী (মৃত ১৩২৪ খ্রীঃ),বদরুদ্দিন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন সুয়াইদি (মৃত ১৩১১ খ্রী:), ঈসা ইবনুল মুতিম, মুহাম্মদ বিন যারাদ, হাফিজ জামালুদ্দিন ইউসুফ আল মজ্জী সাফঈ (মৃত ১৩৪১ খ্রীঃ), আল্লামা হাফিয শামসুদ্দিন আজ যাহাবী (মৃতঃ ১৩২৭ খ্রীঃ), তাকিউদ্দীন আহমদ ইব্‌ন তাইমিয়া আল হাররানী (মৃত ১৩২৭ খ্রীঃ), আল্লামা ইমামুদ্দিন মুহাম্মদ ইব্‌ন আস শীরাযী (মৃত ১৩৪৮ খ্রীঃ)[16] । ইমাম ইব্‌ন কাছীর উপরিউক্ত মুহাদ্দিসদের মধ্যে যার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী শিক্ষা দিক্ষার সুযোগ লাভ করে উপকৃত হয়েছিলেন তন্মধ্যে তাহযিবুল কামাল

[13] আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতি, *আয যাইলু তাজকিরাতুল হুফফায,* দিমাশক, দিমাশক প্রেস, ১৯৭৮ খৃ:, পৃ. ১২৮

[14] *Encyclopedia of Islam*, ibid, p. 121

[15] হাফেজ ইব্‌ন হাজার আসকালানী, *আনবাউল উমর বি আবনায়িল উমর,* করাচী, তাশ কুবরা জাদাহ প্রকাশনী, ১৮৯৬ খৃ:, পৃ. ৩৯

[16] ড. মুজিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

প্রণেতা সিরীয় দেশীয় মুহাদ্দিস আল্লামা হাফিজ জামালুদ্দিন ইউসুফ ইব্‌ন আব্দুর রহমান মজ্জী শাফেয়ী বিশেষভাবে উল্লেখের দাবীদার।

অবশ্য পরবর্তী কালে তাঁর প্রিয়তমা কন্যার সঙ্গে হাফিজ ইব্‌ন কাছীর শুভ পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হন। এই শুভ বন্ধনের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসেবে এই ওস্তাদ সাগরিদের পবিত্র সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ-নিবিঢ় এবং সুদৃঢ় হয়। সুতরাং, এই শ্রদ্ধাস্পদ মহান শিক্ষকের অন্তহীন স্নেহ মমতার ছত্র ছায়ায় বহুদিন পর্যন্ত অবস্থান করে তিনি পূর্ণমাত্রায় উপকৃত হয়েছিলেনএবং এই সুবর্ণ সুযোগের তিনি সদ্ব্যবহার করেছিলেন, বেশ কিছুকাল ধরে তিনি এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তথা স্নেহময় শ্বশুরের সাহচর্য ও সান্নিধ্য লাভ করে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান তাহযিবুল কামাল ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী তাঁর কাছ থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রবণ করেন। এভাবেই তিনি পবিত্র হাদীসের পঠন ও অধ্যয়নে সম্পূর্ণতা অর্জন করতে সমর্থ হন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি বলেন, হাফিজ জামালুদ্দিন মজ্জীর সান্নিধ্য দীর্ঘ দিন অবস্থান করে তিনি বিপুল ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা অর্জন করেন[17]।

অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম হাফিজ ইব্‌ন তাইমিয়ার সান্নিধ্যে অবস্থান করে তাঁর কাছ থেকে ও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। হাফিজ ইব্‌ন হাজার আসকালী বলেন, মিসর থেকে ইমাম আবুল ফাতাহ দাবুসীম ইমাম আলী ওয়ানই এবং ইউসুফ খুতনী প্রমুখ সামসময়িক মুহাদ্দিসরা তাকে হাদিস অধ্যাপনার স্পষ্ট অনুমতি দান করেন, এভাবে মহামতি ইমাম ইব্‌ন কাছীর মুসলিম জগতের বিভিন্ন শিক্ষায়তনে বিভিন্ন উস্তাদের কাছ থেকে হাদীস তাফসীর, তারিখের প্রায় সকল শাখায় এমন অনুসন্ধিৎসা ও নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞান অর্জন করেন যে, সারা মুসলিম জাহানের আহলে সুন্নাহ এবং অন্যান্যদের কাছে ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম হওয়ার গৌরবময় আসন অলংকৃত করতে সক্ষম হন। তাঁর অপরিতৃপ্ত ও অনন্য সাধারন শাস্ত্র, জ্ঞান-পিপাসা, অসাধারণ ধীশক্তি, অপরিসীম বিদ্যাবেত্তা ও সর্বতোমুখী প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে শৈশব এবং কৈশোর থেকেই। হাদীস ও তাফসীর ছাড়া ফিকাহ, উসুলে ফিকাহ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, তারীখে ইসলাম প্রভৃতিতে ও তিনি সমান দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

قال العلامة نصير الدين الباني –و من شيوخه ابن التيمية المزي اعجب به ابن كثير و سار علي درية و قد ذكره مرارا في تاريخه – و الامام المزي الحافظ الكبير صاحب تهذيب الكمال في اسماء الرجال و تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف و قد تتلمزعليه ابن كثير ثم صاره – ثم تبعه في جامع المسانيد و السنن الهاديلا قوم سنن[18]

[17] আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

[18] আল্লামা নাছির উদ্দিন আলবানী, *ইমাম ইবন কাছীর,* রিয়াদ, দার-আল কুতুব আল-ইলমীইয়্যাহ, ১৯৭৭ খৃ:, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮

আল্লামা হাফিয ইবনুল ইমাদ হাম্বালী ইব্ন হাবীব থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ইসলামের ইতিহাসে, হাদীস ও তাফসীর বিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশাল রাজত্ব তাঁর কাছে গিয়েই শেষ সীমান্তে উপনীত হয়েছে[19]। আবুল মাহাসিন জামালুদ্দিন ইউসুফ বিন সাইফুদ্দীন বিন তাগরীবিরদী (মৃঃ ৮৭৪ হিঃ- ১৪৬৯ খৃঃ)বলেন, হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্য তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল।

قال شيخ محمد عبد الرزاق الهمزة و لقد كان للامام ابن كثير حياة علمية حافلة بالجهد في التحصيل و التصنيف في عصر مملو ء بالاكابر من علماء النقل و العقل كما ستقف علي ذالك[20]

হাফিয শামসুদ্দিন আয-জাহবী স্বীয় তাজকিরাতুল হুফফায নামক অনবদ্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিশিষ্ট হাদিস, অধ্যাপক মণ্ডলীর পরিচয় প্রদান কালে ইমাম ইব্ন কাছীরের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। অতঃপর হাফিজ জালালুদ্দীন সুয়ূতি স্বীয় জাইলু তাজকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে ইব্ন কাছীরের বিস্তৃত জীবন কথা লিপিবদ্ধ করেন এবং আল্লামা সালবুল মাহাসিন হুসাইন ও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। قال علامة ابو المحاسن جمال الدين يوسف–و كان له اطلاع عظيم في الحديث و التفسير و الفقه و العربية[21]

7. ইমাম ইব্ন কাছীরের প্রতি সামসময়িক মনীষীদের শ্রদ্ধা নিবেদন

একবার হাফিজ যাইনুদ্দীন ইরাকীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ ইমাম মগলতাই, ইমাম ইব্ন কাছীর, ইব্ন রাফে, হাফেয হুসাইনী এই চারজন সামসময়িক মনীষীদের কে শ্রেষ্ঠ? আল্লামা হাফিয যাইনুদ্দীন ইরাকী এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় জ্ঞানে সবচেয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হচ্ছেন ইমাম ইব্ন কাছীর, আর হাদীস শাস্ত্রের অনুসন্ধান বিশারদ এবং বিভিন্ন প্রকারের হাদীস সম্পর্কে অতি সুক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন হচ্ছেন ইব্ন রাফে এবং স্বীয় উস্তায, সামসময়িক মুহাদ্দিস ও হাদিসের বর্ণনা সূত্র সম্পর্কে অধিক অবহিত হলেন হাফিয হুসাইনী দিমাশকী। হাফিয শামসুদ্দিন আজ যাহবী তাঁর মুজামুল মুখতাস এবং তাজকেরাতুল হুফফাজ নামক গ্রন্থদ্বয়ে বলেন, ইব্ন কাছীর একজন খ্যাতনামা মুফতি, বিজ্ঞ মুহাদ্দিস আইন অভিজ্ঞ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ, বিচক্ষণ তাফসীরের এবং রিজাল শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী।

হাদিসের মতন সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি হাদিসের তাখরিজ বের করেছেন এবং আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন, গ্রন্থরাজি রচনা করেছেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই চরম উৎকর্ষ সাধন করেছেন[22]।

---

[19] হাফিজ ইবনুল ইমাদ, *জওয়াহিরুল মজিয়াহ ফী তাবাকাতিল হানাফীয়া,* হায়দারাবাদ ডেকান, দায়িরাতুল মা'আরিফ প্রেস, ১৩৩২ হি:, পৃ. ১৩৯

[20] শাইখ আব্দুর রাযযাক আল হামযাহ, *আল বায়িছুল হাদিস,* আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০২ হি: /১৯৮২ খৃ:, পৃ. ১২১

[21] আল্লামা আবুল মাহাসিন জামাল উদ্দিন ইউসুফ, আল মানহালুল সাফি আল মুসতাউফি, বৈরুত, আলী আল-আজহার, ১৩৬০ হি:, পৃ. ৩২

[22] হাফিয শামসুদ্দিন আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায,* হায়দারাবাদ, দারিয়াতুল মাআরিফ প্রেস, ১৩৫৭ হি:, পৃ. ১৩০৬

হাফিয হুসাইনী এবং আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে ইমাম ইব্‌ন কাছীর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, তিনি হাদিসের বিশিষ্ট অধ্যাপক, হাদিস শাস্ত্রের হাফিয প্রখ্যাত আলিম এবং ইমাম বক্তৃতায় সুনিপুন, বহুগুণ এবং উৎকর্ষের অধিকারী। আল্লামা শাইখ ইবনুল ইমাদ হাম্বালী ইমাম ইব্‌ন কাছীর কে আল হাফিযুল কাবীর বা মহান হাফিয অর্থাৎ কুরআনের শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করেন[23]। অনুরুপভাবে তাঁর খ্যাতনামা প্রিয় শিষ্য আল্লামা হাফিয ইবনুল হজ্জি স্বীয় শ্রদ্ধাস্পদ উস্তাদ ইব্‌ন কাছীর সম্পর্কে অভিমত জানাতে গিয়ে বলেন, احفظا

من ادركناه لمتون الاحاديث و اعرفهم بجرحها و رجالها و صحيحها و سقيمها و كان اقراءنه و شيوخه يعترفونه له بذالك و ما اعرف اني اجتمعت به علي كثرة ترددي اليه الا و استفدت منه[24]

‘‘আমরা যেসব হাদীস শাস্ত্রজ্ঞ কে পেয়েছি তন্মধ্যে তিনি হাদিসের মতন বা মূল অংশ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর এবং দোষ ক্রুটির ব্যাপারে হাদিস রিজাল শাস্ত্র জ্ঞানে ও বিশুদ্ধ দুর্বল হাদিস নির্ধারণে ছিলেন সবার চেয়ে অভিজ্ঞ। তাঁর সামসাময়িক উলামা ও উস্তাদবৃন্দ সবাই তাঁর এই মান মর্যাদার কথা এক বাক্যে স্বীকার করেন’’। তাঁর কাছে আমি বহুবার যাতায়াত করেছি, তবু ও একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, যতবারই আমি তাঁর খিদমতে গিয়ে উপনীত হয়েছে কোন না কোন বিষয়ে তাঁর কাছে জ্ঞান লাভে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছি।

قال علامة حافظ ابن نصير الدين الدمشقي: الشيخ الامام العلامة الحافظ عماد الدين ثقة المحدثين عمدة الموؤخين علم المفسرين[25]

আল্লামা হাফিয ইমামুদ্দীন ইব্‌ন কাছীর ছিলেন মুহাদ্দিস গণের নির্ভর ঐতিহাসিক অবলম্বন এবং তাফসীর বিদ্যা বিশারদদের উন্নত ধ্বজা। হাফিয ইব্‌ন হাজার আসকালানি বলেন, হাদীসের মতন বা মৌল অংশ এবং রিজাল বা চরিত অভিধান শাস্ত্রের পঠন-পাঠনে ও অধ্যয়নে তিনি সব সময় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মৃতি শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর আর তিনি রসিকতা প্রিয় ছিলেন, জীবদ্দশায় তাঁর গ্রন্থরাজী চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। প্রখ্যাত হাদিসবেত্তা আল্লামা যাহিদ বিন হাসান আল কাওসারী ছিলেন কায়রুর একজন খ্যাতিনামা আলেম ও মুহাদ্দিস এবং উসমানী শাসনামলের একজন উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী। তিনি ও এ প্রসঙ্গে বলেন, হাফিয ইব্‌ন কাছীর যদিও হাদিসের মতন মুখস্থ করার ব্যাপারে ছিলেন বেশী অভ্যস্ত, তবু ও তাঁর কাছ থেকে এটা কোন দিনই প্রত্যাশা করা যায় না যে, তিনি রাবিদের স্তর সমূহে ভেদ নীতির কোন ধার পাতেন না। অবশ্য তিনি এ কাজটি ভালভাবে করতেন।

---

23 আল্লামা ইবনুল ইমাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

24 মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাসুদেবপুরী, ইমাম ইব্‌ন কাছীর শীর্ষক প্রবন্ধ, *মাসিক তরজামাতুল হাদিস*, করাচী, করাচী ডেকান প্রেস, ১৯৯৫ খৃ:, ১১ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩২

25 আল্লামা ইব্‌ন নাসীরুদ্দীন দিমাসকী, *আর রাদ্দুল ওয়াফির*, দিমাশক, ওফাইয়াত আল আইয়ান প্রেস, ১৩৯৮ হি:, পৃ. ২৬৯

তিনি রাবী বা বর্ণনা কারীদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত আলি ও নাজিলের মাঝে পার্থক্য অবশ্যই করতেন। এই ভেদ নীতি ও পার্থক্যের ব্যাপারটি তো ঐ সব মুহাদ্দিসের কাছে ও গোপন থাকে না যারা ইব্‌ন কাছীর অপেক্ষা অনেক নিম্ন স্তরের। আর বিশেষ করে শাইখ জামাল ইউসুফ ইবনুজ যাকী আল মিযযী এর শিষ্যত্ব গ্রহণ যখন বহুদিন ধরে তিনি তাঁর কাছে অবস্থান করেছিলেন এবং তাঁর তাহযীবুল কামাল নামক গ্রন্থটি নিষ্ঠা ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্ধন সহ সম্পাদনা করে প্রকাশ করে ছিলেন। ঐতিহাসিকগণও ইব্‌ন কাছীর এর প্রতিভা,স্মৃতি শক্তি এবং অগাধ জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল ইমাদ বলেন, يشارك

في العربية ينظم نظما اه كان كثيرالاستحضار قليل النسيان جيد الفهم[26]

‘‘তার উপস্থিত বুদ্ধি ও ধীশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কোন বস্তুকে একবার মুখস্থ করে নিলে তাঁর বিস্মরণ খুব কমই হতো। আর তিনি মেধাবী ও কম ছিলেন না। আরবী সাহিত্য ও তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং মধ্যম পর্যায়ের কবিতা ও তিনি রচনা করতেন’’।

৪. শিক্ষা ও ফতওয়া প্রদান, আল্লাহর গুণগান ও রসিকতা

ইমাম ইব্‌ন কাছীর তার সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছেন গ্রন্থরচনা, ফতওয়া প্রদান এবং অধ্যাপনার মহান পেশায়, তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আল্লামা হাফিয শামসুদ্দিন যাহাবীর ইন্তেকালের পর তিনি দিমাশকের শুপ্রসিদ্ধ উম্মু সাহিল ও তানকিজিয়াহ শিক্ষায়তনে হাদীস অধ্যাপনার মহান পদে অভিষিক্ত হন। এ সময়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আল্লাহর গুণগান ও যিকর আযকারে মাশগুল থাকতেন[27]। জীবনে তিনি এত ফতওয়া প্রদান করেছেন যে, সেগুলো পৃথক গ্রন্থাকারে সংকলিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইব্‌ন হাবিব বলেন, امام ذي التسبيح و التهليل

তিনি সদা প্রফুল্ল চিত্ত, খোশ মেজাজ ও খোশ আখলাক ব্যক্তি ছিলেন, কথা বার্তা ও আলাপ আলোচনার সময়ে তিনি সরস ও মূল্যবান উপমা ও দৃষ্টান্ত ইত্যাদি ব্যবহার করতেন।

আল্লামা হাফিয ইব্‌ন হাজার আসকালানী তাঁর কিছুটা সমালোচনা[28]করলে ও বারবারই তাঁর ভূয়সী প্রশংসায় মুখর হয়েছেন এবং তাকে হুসনুল মুফাকাহা বা উত্তম রসিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাফিয যাইনুদ্দিন ইরাকী ছিলেন হাদীস শাস্ত্রে আল্লামা শাইখ আলাউদ্দিন ইব্‌ন তুর্কমানির বিশিষ্ট শাগরিদ এবং তাঁর লালিত পালিত মন্ত্রশিষ্য। তিনি শাইখুল ইসলাম ইমাম তাকী উদ্দিন সুবকীর শিক্ষাকেন্দ্রে যখন উপস্থিত হন, তখন শাইখুল ইসলাম তাকে সমাদরে সসম্মানে বসিয়ে এবং উপস্থিত সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে তাঁর বিদ্যাবত্তার ভূয়সী

---

[26] আল্লামা ইবনুল ইমাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

[27] নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ ভূপালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

[28] মোল্লা কাতিব চালপী, *কাশফুযযনুন*, বৈরুত, দার আল ফিকর, ১৪০২ হি: /১৯৮২ খৃ:, পৃ. ১২১

প্রশংসা করেন, তখন ইমাম ইব্‌ন আসির বলেন, আমার তো মনে হয় যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রৌদ্র তপ্ত পানি দ্বারা উজু করার যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, ইনি সেই হাদীসটিই হয়তো খুজে বের করতে পারবেন না।

9. কাব্য চর্চায় ইব্‌ন কাছীর (রঃ)

ইমাম ইব্‌ন কাছীর (রঃ) কাব্য রচনায় ছিলেন পারঙ্গম ও সিদ্ধহস্ত। তাঁর স্ব-রচিত কবিতামালা তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠায় বিচ্ছিন্ন ভাবে পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে তাঁর কবিতা থেকে কয়েকটি চরণ উদ্বৃত করছিঃ

تمر بنا الايام تتري و انما * نساق الي الاجال و العين تنظر

‘‘দিনের পর দিন অতিতের অন্তহীন পথে বিলীন হতে চলেছে, আজ আমরা দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদেরকে ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে’’।

فلا عاءد ذاك الشباب الذي مضي* و لا زاءل هزا المشيب المكدر

‘‘অতিক্রান্ত জীবন যৌবন কোন দিনই ফিরে পাবার নয়, আর এই ক্লেদযুক্ত বার্ধক্য ও আদৌ ও দূরে সরার নয়[29]’’।

10. আল্লামা ইব্‌ন তাইমিয়ার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক

ইব্‌ন কাছীরের স্বনাম খ্যাত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আল্লামা হাফিয ইব্‌ন তাইমিয়ার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট নিবিঢ় সম্বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে এই শিষ্যের উপর উস্তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল অতি প্রগাঢ় ভাবে। ইব্‌ন কাছীর অধিকাংশ মাস’আলায় হাফিয ইব্‌ন তাইমিয়ার অনুসারী ছিলেন। ইব্‌ন কাযি শাহাবা স্বীয় তাবাকাত গ্রন্থে বলেন, আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সঙ্গে তাঁর নিবিঢ় সম্পর্ক ছিল। শুধু তাই নয়, তিনি ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়ার মত ও পৃথক পূর্ণ সমর্থন যুগিয়ে বিতর্ক করতেন এবং তাঁর বহু মতের অনুসরন করতেন। তিনি তালাকের মাস'আলাতে ও ইবনে তাইমিয়ার মতানুযায়ী ফতওয়া দিতেন। এসব কারণে তাকে এক ভীষণ অগ্নি পরীক্ষায় সম্মুখীন হতে হয় এবং অন্তহীন নির্যাতন যাতনা ভোগ করতে হয়।

كانت له خصوصية بابن تيمية و مناضلة عنه و اتباع له كثير من اراءه و كان يفتي برايه في مسءلة الطلاق و امتحن بسب ذالك و اوزي

[29] নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁ ভূপালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮০

11. ইন্তেকাল

অবধারিত মৃত্যুর আগে এই নশ্বর জীবনের শেষ ভাগে ইব্ন কাছীর দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন। অতঃপর ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ৭৭৪ হিজরির ২৬ শে শাবান রোজ বৃহস্পতি এই মহামণীষী অস্থায়ী দুনিয়ার বুক থকে বিদায় নিয়ে আখিরাতের সেই অনন্তকালে যাত্রা করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাই হি রাজিউন। দিমাশকের সুপ্রসিদ্ধ কবর স্থান সুফিয়াতে স্বীয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ইমাম তাকীউদ্দিন ইবনে তাইমিয়ার কবরের পাশে তাকে সমাদিস্থ করা হয়। তাঁর মহা প্রয়াণে ভক্ত–অনুরক্ত শিষ্য শাগরিদরা বেদনাবিধুর প্রাণে যে হৃদয় বিদারক মর্সিয়া বা শোক গাঁথা আবৃতি করেন, তন্মধ্যে নিম্নে দুটি পঙ্কটি উপস্থাপন করছি,

لفقدك طلاب العلوم تاسفوا * و جاروا بدمع لا يبيدعزي

و لو مزجوا ماء الدمع با الدماء * لكان قليلا فيك يا ابن كثير

‘‘চিরদিনের মতো তোমাকে হারিয়ে তোমার প্রিয় শিক্ষক আজ হা হুতাশ করে ফিরছে, আর এ অজস্র ও অকৃপণ ধারায় অশ্রু বিসর্জন করছে যে, কোন ক্রমেই তা রুদ্ধ হবার নয়। যদি তারা সেই অশ্রুধারার সঙ্গে তাজা শোনিত রং মিশ্রিত করে দিত, তবু ও হে ইব্ন কাছীর। এটা তোমার ব্যাপারে ও যতসামান্য বলেই গণ্য হতো’’। হাফিয ইব্ন কাছীরের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দুই পুত্র রত্ন ইসলাম জগতে বিপুল খ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন, এদের একজন হচ্ছেন যাইনুদ্দিন আব্দুর রাহমান আল-কারশী এবং অপরজন বদরুদ্দীন আবুল বাকা মুহাম্মদ আল–কারশী।

12. ইমাম ইব্ন কাছীর রচিত গ্রন্থমালা

আল্লামা হাফিয ইব্ন কাছীর তাঁর অমর স্মৃতির নিদর্শন হিসেবে এই মরজগতের বুকে যেসব মহামূল্য ধন-সম্পদ ও বিষয় বৈভব ছেড়ে গেছেন, তন্মধ্যে তাঁর লিখিত তাফসিরুল কুরআন, হাদীসে রাসুল (সঃ), সিরাতুন্নাবী (সঃ), ইতিহাস, ফিকাহ শাস্ত্র ইত্যাদি সম্মন্ধনীয় গ্রন্থাবলী আজও বেশ জনপ্রিয়, সবার কাছে বিশেষ সমাদৃত ও দল মত নির্বিশেষে গ্রহণীয়। প্রায় সকল যুগের ঐতিহাসিকবৃন্দ ও তাফসীরকারকগণ তাঁর ইতিহাসে ও তাফসীর সম্বন্ধনীয় এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলীর প্রভূত প্রশংসা করেন। স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী বলেন, লাহু তাসানীফু মুফীদাহ অর্থাৎ তাঁর রচিত গ্রন্থমালা বেশ উপকারি[30]। আল্লামা হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানীর মতে, তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর মহামূল্য গ্রন্থাবলী বিভিন্ন নগর বন্দরে শ্রেষ্ঠ স্থান

[30] আল্লামা হাফিয শামসুদ্দিন আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

অধিকার করে এবং তাঁর মৃত্যুর পর দলমত নির্বিশেষে প্রায় সকল লোকই তদ্বারা বেশ লাভবান ও উপকৃত হয়[31]।

আল্লামা কাযী শওকানী এ প্রসঙ্গে বলেন, وانتفع الناس بتصانيفه لا سميا با لتفسير তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী দ্বারা বিশেষতঃ তাফসীর দ্বারা জনগন লাভবান ও উপকৃত হয়। এ ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছেঃ كان مقرءا متقنا و راويا للحديث موثوقا كما كان مفسرا ومورخا معروفا তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদানকারী, হাদীসের বর্ণনাকারী হিসেবে ছিলেন নির্ভরযোগ্য, যেমন তিনি ছিলেন প্রখ্যাত তাফসীরকারক এবং ঐতিহাসিক। তাঁর রচিত সর্বজন প্রিয় গ্রন্থাবলী ও পুস্তক পুস্তিকার মধ্যে যে গুলোর হদিস খুজে পেয়েছি, নিম্নে তাঁর মোটামুটি একটি তালিকা প্রদত্ত হলোঃ (১) التكميل في معرفة الثقات و الضعفاء و المجاهل ''আত তাকমীলাহ ফি মারিফাতিস সিফাত ওয়াযুআফায়ে ওয়ালমুজাহিল'': হাজী খলীফা মোল্লা কাতিব চালপী তাঁর অমর গ্রন্থ কাশফুয যুনুনে এই গ্রন্থ খানির আত তাকমিলাহ ফী আসমাইস সিকাত ওইয়ায যুয়াফা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বয়ং গ্রন্থকার তাঁর আল বিদায়াহ আয়ান নিহায়াহ গ্রন্থে এবং ইখতেসারু উলূমিল হাদীস নামক অনবদ্য পুস্তকে উপরোক্ত নামেই উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির নকব থেকেই তাঁর আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। এটি রিজাল শাস্ত্রের এক খানি নির্ভর যোগ্য গ্রন্থ।

আল্লাম হুসাইনী দিমাশকীর মতে, এই আলোচ্য গ্রন্থ পাঁচ খন্ডে সমাপ্ত হয়েছে[32]। লেখক এতে হাফিয জামাল ইউসুফ বিন আব্দুর রাহমান মিযযীর তাহযীবুল কামাল এবং হাফিয শামসুদ্দিন যাহাবীর মীযানুল ইতিদাল নামক চমৎকার গ্রন্থদ্বয়কে একত্রিত করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজের পক্ষ থকে বহু মূল্যবান তথ্য সংযোজন করে বেশ পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থকার স্বয়ং অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন هو انفع شيا للفقه البارع و كذالك للمحدث আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শাস্ত্রবিদের জন্য যেমন লাভজনক, ঠিক তেমনি মুহাদ্দিসের পক্ষে ও উপকারী। (২) الهدي و السنن في احاديث المسانيد و السنن ''আল–হাদইয়ু ওয়াস সুনান ফী আহাদিসিল মাসানীদে ওইয়াস সুনান'': এই গ্রন্থখানি জামিউওল মাসানিদ নামে ও প্রসিদ্ধ। এতে মুসনাদ আহমাদ বিন হাম্বল, মুসনাদ বাযযার, মুসনাদ আবু ইয়ালা, মুসনাদ ইব্ন আবি শায়বা, এবং সিহাহ সিত্তার রিওয়ায়িত গুলোকে একত্র করে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আলামা কাওসারী বলেন, হুয়া মিন আনফায়ি কুতুবিহি অর্থাৎ এই আলোচ্য পুস্তকটি গ্রন্থকারের অত্যন্ত উপকারী গ্রন্থাবলীর অন্যতম। এর হস্তলিখিত একটি কপি মিসরের দারুল কুতুবিল মিসরীয়ায় সংরক্ষিত

---

31 ইব্ন হাজার আসকালানী, *আদ দুরারুল কামীনাহ,* বৈরুত, মুয়াসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪০৬ হি: /১৯৮৬ খৃ:, পৃ. ২৮৬

32 আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

রয়েছে। (৩) طبقات الشافعية ''তাবাকাতুশ শাফাঈয়াহ'': এই গ্রন্থে শাফিঈ ফকীহদের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এর হস্তলিখিত একটি কপি শাইখ আব্দুর রাযযাক হামযাহ শাইখ হুসাইন বাসলামার কাছে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন। (৪) مناقب الشافعي ''মানাকিবুশ শাফিঈ'': এই পুস্তকে ইমাম শাফেয়ীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। লেখক তাঁর অনবদ্য অবদান আল- বিদায়াহ আয়ান নিহায়াহ এর মধ্যে ইমাম শাফেয়ীর বিবরণ দিতে গিয়ে এই আলোচ্য পুস্তকের ও উল্লেখ করেছেন। এর হস্ত লিখিত কপিটি তাবাকাতুশ শাফিঈয়ার সঙ্গে সংযুক্ত ও একত্রিত। হাজী খলিফা তাঁর কাশফুয যুনূন গ্রন্থে এই পুস্তকটির নাম الواضح النفيس في مناقب الامام ابن ادريس আল ওয়াযিহুন নাফীস ফী মানাকিবি ইমাম ইবনে ইদ্রীস বলে উল্লেখ করেছেন। (৫)تخريج احاديث ادلة التنبيه ''তাখরীজু আহাদীসি আদিল্লাতিত তামবীহ''। (৬) تخريج احاديث مختصر ابن الحاجب ''তাখরীজু আহাদীসি মুখতাসার ইবনিল হাজিব'': গ্রন্থকার তাঁর ছাত্র জীবনে প্রাথমিক পর্যায়ে ইবনুল হাজারের[33]তামবিহ ও মুখতাসার নামক সংক্ষিপ্ত পুস্তকদ্বয় কন্ঠস্থ করেছিলেন, সে যুগের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী।

(৭) شرح صحيح البخاري ''শারহু সাহীহিল বুখারী'': গ্রন্থাকার ইব্‌ন কাছীর বুখারী শরীফের এই ভাষ্যটি লিখতে শুরু করেছিলেন এবং এ কাজে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। হাজী খলীফা তার কাশফুয-যুনূন গ্রন্থে বলেন যে, এটি শুধু মাত্র প্রাথমিক অংশেরই ভাষ্য। গ্রন্থকার তাঁর ইখতিসারু উলূমিল হাদিস গ্রন্থে ভাষ্যটির উল্লেখ করেছেন। (৮)الاحكام الكبير ''আল আহকামুল কাবীর'': এই গ্রন্থখানিতে তিনি শুধুমাত্র আহকাম বা অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীস গুলোকে বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু কিতাবুল হজ্ঞ পর্যন্ত পৌছে আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি। ইব্‌ন কাছীর তাঁর ইখতিসারু উলূমিল হাদীস গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। মাওলানা নুর মুহাম্মদ আজমী সাহেব আহকামে সুগরা নামে তাঁর আর ও একটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য হাদীস বেত্তাদের আর ও একটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে অন্যান্য হাদীস বেত্তাদের অনুকরনে হাফিয ইব্‌ন কাছীর আহকামে উসতা নামকরণে এ জাতীয় কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেননি[34]।

(৯)اختصار علوم الحديث ''ইখতিসারু উলূমিল হাদীস'': আল্লামা সিদ্দীক হাসান খাঁ ভূপালী তাঁর মিনহাযুল উসুল ফী ইস্তিলাহি আহাদীসির রাসূল গ্রন্থে এর নাম الباعث الحديث علي معرفة علوم الحديث আল বাইসুল হাদিস আলা মাআরিফাতে উলূমিল হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন। এটি আল্লামা ইবনুস সালাহ লিখিত সুপ্রসিদ্ধ উসুলুল হাদীস

[33] ইব্‌ন হাজীবের উপরিউক্ত গ্রন্থ দুটির ভাষ্য বা শারহা লিখেছেন আল্লামা শামসুদ্দিন মাহমুদ বিন আব্দুর রাহমান ইস্পাহানী। এই ভাষ্যকারের কাছ থেকে ইব্‌ন কাছীর আলোচ্য গ্রন্থদ্বয় পড়েছেন।

[34] মাওলানা নুর মুহাম্মদ আজমী, *হাদিসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় মুদ্রণ, ১৯৭৫ খৃ:, পৃ. ১২৯

বলে উল্লেখ করেছন, এটি আল্লামা ইবনুস সালহা লিখিত সুপ্রসিদ্ধ উসুলুল হাদিসের কিতাব উলূমিল হাদীস ওরফে মুকাদ্দিমা ইবনুস সালাহ مقدمة الصلاح মুকাদ্দামাতুস সালাহে গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। হাফিয ইব্‌ন হাজার আসকালানী এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেনঃ له فيه فواءد বহু উপকারী বিষয়বস্তুর সমাবেশ এতে রয়েছে। এটি সুন্দরভাবে সম্পাদনা করেছেন আহমাদ মুহাম্মদ শাকির। এর শুরুতে রয়েছে শাইখ মুহাম্মদ আব্দুর রাযযাক হামযাহ কৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং হাফিয ইব্‌ন কাছীরের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা।

(১০)مسند الشيخين ‘‘মুসনাদুস শাইখাইন’’: এতে হজরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (র) থেকে বর্ণিত হাদিস সমূহ সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থকার ইব্‌ন কাছীর তাঁর ইখতিসারু উলূমিল হাদীস গ্রন্থে আর এক খানি মুসনাদে উমর নামক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ, না উপরিউক্ত গ্রন্থেরই দ্বিতীয় খন্ড তা সঠিক ভাবে জানা যায়না। (১১) السيرة النبوية ‘‘আসসীরাতুন নববীয়াহ’’: এ একখানি বৃহদাকার উৎকৃষ্ট সীরাত গ্রন্থ। (১২)الفصول في اختصار سيرة الرسول ‘‘আল–ফুসুল ফী ইখতেসারী সীরাতির রাসূল’’: এটি হযরত রাসুলে আকরাম (সঃ) এর এক খানি সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থ। হাফিয ইব্‌ন কাছীর স্বয়ং তাঁর তাফসীরে সুরা আল-আহযাবে খন্দক বা পরিখা যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। এর এক খানি হস্তলিখিত কপি মদীনা মুনাওয়রার শাইখুল ইসলাম গ্রন্থগারে আজ ও সংরক্ষিত রয়েছে। (১৩) كتاب المقدمات ‘‘কিতাবুল মুকাদ্দিমাত’’: গ্রন্থাকার স্বীয় ইখতিসারু উলুমিল হাদীস গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া ও মুখাতাসারু মুকাদ্দিমা ইবনুস সালাহ গ্রন্থে ও তিনি এর বরাত দিয়েছেন।

(১৪) مختصر كتاب المدخل للامام البيهقي ‘‘মুখতাসার কিতাবুল মাদখালা লিল ইমাম বায়হাকী’’: এই গ্রন্থের নাম গ্রন্থকার স্বয়ং ইখতিসারু উলূমিল হাদীস এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। এটি ইমাম আহামদ বিন হুসাইন আল বায়হাকী কৃত কিতাবুল মাদখালের সংক্ষিপ্ত-সার। (১৫) رسالة الاجتهاد في طلب الجهاد ‘‘রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ’’: খ্রিস্টানরা যখন আয়াস দুর্গ অবরোধ করে সেই সময়ে তিনি এই পুস্তিকা খানি আমীর মঞ্জাকের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। এটি মিসর থেকে মুদ্রিত প্রকাশিত হয়েছে। (১৬) رسالة في فضاءل القران ‘‘রিসালাতুন ফী ফাযায়িলিল কুরআন”: এটি মিসরের আল মানার এবং অন্যান্য প্রেস থেকে তাফসীর ইব্‌ন কাছীর সাথে এর পরিশিষ্ট হিসেবে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। বুলাক প্রেস থেকে মুদ্রিত কপিতে এই পুস্তকাটি নেই। গ্রন্থাকারের যে কপির সঙ্গে মক্কা শরীফের কপিটি মিলানো হয়েছে তাতে এটি পাওয়া যায়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮। এটি হাদিস ও কুরআনের আলোকে লিপিবদ্ধ অত্যন্ত প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য পুস্তক। (১৭) مسند الامام احمد ابن حنبل “মুসনাদ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল’’: মহামতি আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের বিরাট ও বিশাল মুসনাদ গ্রন্থখানি

কে বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে গুছিয়ে সুবিন্যাস্ত করে এবং তাঁর সঙ্গে ইমাম তাবরানীর মুজাম ও আবু ইয়ালার মুসনাদ থেকে অতিরিক্ত হাদীস গুলো তাঁর মধ্যে সন্নিবেশিত করে এই গ্রন্থখানি সংকলিত হয়েছে।

(১৮) البداية و النهاية ‘‘আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া’’: ইব্‌ন কাছীর রচিত ইতিহাস বিষয়ক এই বিরাট গ্রন্থখানি তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। মিসর থেকে একাধিকবার এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এতে সৃষ্টির প্রাথমিক কাল থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ও অবস্থার কথা সুন্দরভাবে স্ব-বিস্তারে বিধৃত হয়েছে। হাজী খলীফা তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কাশফুযযুনূন গ্রন্থে বলেন, اعتمد في نقله علي النص من الكتاب والسنة في وقاءع الالوف السالغة ميز بين الصحيح السقيم و الخيرالاسراءيلي و غيره- পূর্ব কালের শত সহস্র বছরের ঘটনা সমূহের বিবরণ পবিত্র কুরআন ও শাশ্বত সুন্নাহর বর্ণনার উপর ভিত্তি করে পেশ করা হয়েছে, এবং সহীহ ও দুর্বল এবং ইস্রাঈলীয় রেওয়ায়েত গুলোকে আলাদা আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। মোটকথা, ইমাম ইব্‌ন কাছীর এই অনবদ্য ইতিহাস গ্রন্থের ঈসরাইলিয়াত বা অলীক ও আজগুবি ঘটনা সমূহকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তাগরী বিরদী আলোচনা গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, গ্রন্থখানি অতীব চমৎকার।(১৯) تفسير القران الكريم ‘‘তাফসীরুল কুরআনুল কারীম বা তাফসীর ইব্‌ন কাছীর’’: পবিত্র কুরআনের এই স্ব-প্রসিদ্ধ ভাষ্য গ্রন্থ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রঃ) বলেন, لم يولف علي نمطه مثله এ ধরনের অন্য কোন তাফসীর লিপিবদ্ধ হয়নি। কায়রোর প্রখ্যাত আলেম যাহিদ বিন হাসান আল-কাউসারী আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর বরাতে বলেন, هومن افيد كتب التفسير بالرواية রিওয়ায়েতের বিশিষ্ট তাফসীর সমূহের মধ্যে এটি হচ্ছে সবচেয়ে কল্যাণপ্রদ ও উপকারী[35]।

13. তাফসীরে ইব্‌ন কাছীরের বিশেষত্ব

হাফিয ইমাম ইব্‌ন কাছীর সর্বমোট যে বিশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তন্মধ্যে এই তাফসীরুল কুরআনুল কারীমই তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি, অবিস্মরণীয় ও অমর অবদান। এর প্রতি খণ্ডের পাতায় পাতায় পরিস্ফুট রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন কঠোর পরিশ্রম, গবেষণা সুলভ অনুসন্ধিৎসা, অধ্যয়ন ও সুগভীর পাণ্ডিত্যের ছাপ। আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি বলেন, এ ধরনের তাফসীর আজ পর্যন্ত অন্য কেউ লিপিবদ্ধ করেননি। রিওয়ায়েত ভিত্তিক তাফসীর সমূহের মধ্যে এটাই সর্বাধিক কল্যাণপ্রদ ও উপকারী। মূলত, তাফসীর ইব্‌ন কাছীর এক অমর ও অবিস্মরণীয় অবদান।

১. বাস্তব রূপ লাভ: প্রাচিন যুগে রচিত তাফসীর গ্রন্থের বহুলাংশই আজ অনন্ত কাল সাগরে বিলীন হয়ে গেছে। আজ তাদের অস্তিত্ব এই পৃথিবীর কোন অংশেই খুজে পাওয়া যাবে না। আবার এমন কতগুলো তাফসীর গ্রন্থ ও

[35] শাইখ আব্দুর রাযযাক আল হামযাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

রয়েছে যেগুলো এখন ও হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির আকারে আবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যেসব গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত দিনের আলো দেখতে সক্ষম হয়েছে তন্মধ্যে এই আলোচ্য তাফসীর ইব্‌ন কাছীর বিশেষ উল্লেখের দাবীদার[36]। ২. রেওয়ায়েত নির্ভর তাফসীর: তাফসীরে মানকুল বা রেওয়ায়িত মূলক তাফসীর সমূহের মধ্যে এটি হচ্ছে সময়ের দিক দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের। প্রথম পর্যায়ের তাফসীর হলো তাফসীর ইব্‌ন জারীর তাবারী। তাফসীর ইব্‌ন কাছীরের মধ্যে অন্যান্য তাফসীর সমূহের বৈশিষ্ট্য গুলোর সংযোগ ও সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

رواية الاجاديث باسانيد غالبا –و بغير اسناد احيانا لالقاء الضوء النبوي علي معني الاية–لان وظفية الرسول التبليغ و البيان–

৩. অন্য তাফসীর গ্রন্থের সন্নিবেশন: অকাট্য দলীল প্রমান দ্বারা মাস'আলা প্রতিপন্ন করার দিক থেকে এক দিকে যেমন এতে তাফসীর ইব্‌ন জারীর তাবারীর বৈশিষ্ট্যের চাপ রয়েছে, তেমনি অপূর্ব ভাষা শৈলী ও বর্ণনা পদ্ধতির লালিত্যের দিক দিয়ে তাফসীর কুরতুবী ও মা'আলিমুত তানযিলের সমকক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ৪. অপূর্ব রচনাশৈলী: বর্ণনার লালিত্য ও অকাট্য দলীল প্রমাণ প্রয়োগে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এটা পূর্ববর্তী তাফসীর গ্রন্থ সমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। ৫. সনদ ও মতনের বিশ্লেষণ: আরবী শব্দমালার পার্থক্য সহ প্রতিটি হাদীসের সিলসিলায়ে সনদ বা বর্ণনাক্রম দ্বারা নির্ভরযোগ্য করে এর গুরুত্ব ও মূল্য বহুল পরিমাণে বর্ধিত করা হয়েছে। ৬. জটিল ও দুর্বোধ্য অংশ গুলোর বিশদ ব্যাখ্যা: পবিত্র কুরআনের দুর্বোধ্য ও জটিল অংশ গুলোর বিশদ ব্যাখ্যা ছাড়া ও এতে দ্ব্যার্থবোধক শব্দমালার রয়েছে আভিধানিক তাৎপর্য ও শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ। ৭. ভ্রান্ত মতামত খন্ডণ: আর ও রয়েছে এতে শাণিত যুক্তির সূক্ষ্ম মানদণ্ডে এবং কষ্টি পাথরে যাচাই করে অকাট্য দলীল প্রমাণের আলোকে কতগুলো ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন। মোটকথা, এটি বিদ'আত থেকে মুক্ত এবং কুরআন-সুন্নাহর অধিকতর নিকটবর্তী। ৮. সন্দেহ ও জটিলতা বহির্ভূত তাফসীর: এই পাণ্ডিত্য পূর্ণ ভাষ্য গ্রন্থের কোথাও দূরুহতা বা জটিলতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। প্রায় সর্বত্রই বর্ণনা রীতির পারিপাট্য, ভাষার স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা এবং প্রাঞ্জলতার জন্যে আলোচনা হয়েছে প্রাণবন্ত[37]। ৯. বর্ণনার ধারা ও ভাষার স্বচ্ছলতা: বিতর্কমূলক বিষয়ে হাফিয ইব্‌ন কাছীর বৈজ্ঞানিকের নিরাসক্তি ও ঐতিহাসিকের নির্লিপ্ততা রক্ষা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। হাদিসভিত্তিক তত্ত্ব ও তথ্যই এসব ক্ষেত্রে তাকে আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে পথ দেখিয়েছে। ১০. ভাবাবেগশূন্য তাফসির: কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তত্ত্ব বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁর অভিমতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু কোথাও ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত ও প্রভাবান্বিত হয়েছেন বলে

[36] ডঃ আখতার ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[37] শাইখ আব্দুর রাযযাক আল হামযাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

মনে হয় না। ১১. বিভিন্ন মাজহাব ও মতবাদের সমন্বয়: কথা সত্য যে, হাফিয ইমাম ইব্ন কাছীর আলোচ্য তাফসীরে তাঁর পূর্বসূরি ইব্ন জারির তাবারির রচনা রীতি, ঐতিহাসিক ভাবধারা ও দৃষ্ঠি ভঙ্গির অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তাবারীর ইসরাঈলিয়াত নামক যেসব অপ্রমাণ্য ও জাল হাদিস ভিত্তিক উপাখ্যান ও বিষয়বস্তুর অবতরণ করা হয়েছে। সেগুলোকে যাচাই বাছাই করে ইব্ন কাছীর বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে একে নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ তাফসীরে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছেন। বলা বাহুল্য, এসব ন্যায় সঙ্গত কারনেই একে তাফসীরে সালাফী নামে অভিহিত করা হয়[38]।

১২. কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা: এতে কুরআনের তাফসীরের করতে প্রথমে কুরআন ব্যবহার করা হয়েছে। তারপর রাসুল (সঃ) এর হাদীস, অতঃপর সাহাবা কিরামের আছার, শেষে তাবেঈনের আক্বুয়াল ব্যবহৃত হয়েছে। ১৩. হাদিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা: আল্লামা ইব্ন কাছীর তাঁর জীবনব্যাপী একনিষ্ট সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃতফল হিসেবে এই দূরুহ কাজ সুসম্পন্ন করে দিয়ে তিনি সুধি-সজন তথা শিক্ষিত জগতের প্রভুত কল্যাণ সাধন করে গেছেন। আলোচ্য তাফসীরে তিনি অন্যান্য তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থ থেকে ইসরাইলী রিওয়ায়িত গুলোকে সূক্ষ-সমালোচনার ভুমিকা গ্রহন করেছেন। ১৪. উম্মত তাফসীর: তাফসীর শাস্ত্রের ক্ষেত্রে এখানেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধীকারী। এ কথা সত্য যে, তাফসীরের ক্ষেত্রে ইব্ন জারীর, ইব্ন হাতিম ও ইব্ন আতীয়া গারনাতী প্রমুখ পূর্বসূরিদের ভাষ্যের তিনি মাঝে মাঝে অনুসরন করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আবার কোন এক বিশেষ উক্তিকে অন্য উক্তির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, আয়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাদীস গুলোকে বর্ণনা করতে গিয়ে কোনটি অপ্রামাণ্য সে কথা ও তিনি উল্লেখ করেছেন। আর এভাবে রাবী বা বর্ণনাকারীদের সূক্ষ্ম সমালোচনা করতে তিনি আদৌও পশ্চাতপদ হয়নি।

১৫. ইসরাইলী কাহিনী ও জাল হাদীস কর্তন: ইব্ন কাছীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইসরাইলী কাহিনী ও জাল হাদিসের সমূলে উৎপাটন করে মুসলিম জাতিকে কুরআন মাজিদের এক নির্ভেজাল ভাষ্য উপহার দিয়েছেন। ১৬. ফিকহী মাস'আলা বিশ্লেষণ: কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াত ও হাদিস শরীফ ছাড়া ও তিনি স্বীয় তাফসীরের কোন কোন স্থানে ফিকাহ শাস্ত্রীয় বিতর্কের মধ্যে ও অনুপ্রবেশ করার শ্রম স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আহকাম সম্মন্ধনীয় আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন মাযহাবের আলেমদের উক্তি ও দলীল সমূহের উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ স্বরুপ বলা যেতে পারে যে, সুরাতুল বাকারার ১৮৫ নং আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট চারটি মাযহাবের কথা উল্লেখ করেন। যে সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন মাযহাবের আলেমদের উক্তি, দলীল প্রমাণ এবং অভিমত পেশ করেন।

[38] আব্দুল কাঁদের মুহাম্মদ, *আদমুদ্দিন ইলমে তাফসীর,* দৈনিক আজাদ, ঈদ সংখ্যা, ১৩৫৩ হি: /১৯৪৬ খৃ:, পৃ. ৭৩

১৭. ভূমিকা প্রদান: তাফসীরের শুরুতে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান একটি নাতিদীর্ঘ ভুমিকা প্রদান করেছেন। এতে তাফসীর করার বিভিন্ন শর্ত ও প্রয়োজনীয়তার দিক গুলো তুলে ধরেছেন। তাঁর এই ভূমিকাটি পরবর্তী কালের তাফসীরকারকদের মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে[39]। ১৮. বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত: এ তাফসীর গ্রন্থটি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ ছাড়া মূল ভাষা তথা আরবী ভাষায় এর বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

14. উপসংহার

মোটকথা, আল্লামা ইব্‌ন কাছীর তাঁর এ তাফসীর গ্রন্থটিকে সত্যের মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে যত রকমের সতর্কতা ও সযত্ন প্রয়াস প্রয়োজন তাঁর সবই অনুসরণ করেছেন। ফলে এ তাফসীরটি বিদ'আত ও বিভ্রান্তির বেড়াজাল মুক্ত কুরআন-সুন্নাহর এক অতি-উজ্জল আলোকবর্তিকা ও নির্ভরযোগ্য অমর সৃষ্টি হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করেছে।

15. গ্রন্থপঞ্জি

ইসলামিক বিশ্বকোষ, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পাদিত, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৫ খৃ:, ২য় খণ্ড,

আল্লামা ইবনুল ইমাদ, সাযারাতুয জাহাব, মিসর, মাকতাবাহ-আল নাহদা আল-মিসরীয়্যা প্রকাশনী, ১৯৮৮

ড. আখতার ফারুক (অনুবাদক),তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৫ম সংস্করণ, ২০০১ খৃ:, ১ম খণ্ড

আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাইল ইব্‌ন কাছীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, মিসর, দার আল ইলম লিল মালায়িয়ীন প্রকাশনী, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯৪ খৃ:, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁ, আব্জাদুল উলুম, বৈরুত, সিদ্দীকী প্রেস ভূপাল, ১৮৭৮ খৃ:, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৮০

আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতি, আয যাইলু তাজকিরাতুল হুফফায, দিমাশক, দিমাশক প্রেস, ১৯৭৮ খৃ:, পৃ. ১২৮

হাফেজ ইব্‌ন হাজার আসকালানী, আনবাউল উমর বি আবনায়িল উমর, করাচী, তাশ কুবরা জাদাহ প্রকাশনী, ১৮৯৬ খৃ:, পৃ. ৩৯

আল্লামা নাছির উদ্দিন আলবানী, ইমাম ইবন কাছীর, রিয়াদ, দার-আল কুতুব আল-ইলমীইয়্যাহ, ১৯৭৭ খৃ:, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮

[39] মোল্লা কাতিব চালপী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

হাফিজ ইবনুল ইমাদ, জওয়াহিরুল মজিয়াহ ফী তাবাকাতিল হানাফীয়া, হায়দারাবাদ ডেকান, দায়িরাতুল মা’আরিফ প্রেস, ১৩৩২ হি:, পৃ. ১৩৯

শাইখ আব্দুর রাযযাক আল হামযাহ, আল বায়িছুল হাদিস, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০২ হি: /১৯৮২ খৃ:, পৃ. ১২১

আল্লামা আবুল মাহাসিন জামাল উদ্দিন ইউসুফ, আল মানহালুল সাফি আল মুসতাউফি, বৈরুত, আলী আল-আজহার, ১৩৬০ হি:, পৃ. ৩২

হাফিয শামসুদ্দিন আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, হায়দারাবাদ, দারিয়াতুল মাআরিফ প্রেস, ১৩৫৭ হি:, পৃ. ১৩০৬

মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাসুদেবপুরী, ইমাম ইব্ন কাছীর শীর্ষক প্রবন্ধ, মাসিক তরজামাতুল হাদিস, করাচী, করাচী ডেকান প্রেস, ১৯৯৫ খৃ:, ১১ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩২

আল্লামা ইব্ন নাসীরুদ্দীন দিমাসকী, আর রাদ্দুল ওয়াফির, দিমাশক, ওফাইয়াত আল আইয়ান প্রেস, ১৩৯৮ হি:, পৃ. ২৬৯

ইব্ন হাজার আসকালানী, আদ দুরারুল কামীনাহ, বৈরুত, মুয়াসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪০৬ হি: /১৯৮৬ খৃ:, পৃ. ২৮৬

মাওলানা নুর মুহাম্মদ আজমী, হাদিসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় মুদ্রণ, ১৯৭৫ খৃ:, পৃ. ১২৯

আব্দুল কাঁদের মুহাম্মদ, আদমুদ্দিন ইলমে তাফসীর, দৈনিক আজাদ, ঈদ সংখ্যা, ১৩৫৩ হি: /১৯৪৬ খৃ:, পৃ. ৭৩

ড. মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

আল্লামা ইবনুল ইমাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

Encyclopedia of Islam, voll. 2, p. 46

Encyclopedia of Islam, ibid, p. 121

ড. মুজিবুর রাহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

আল্লামা ইবনুল ইমাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

আল্লামা ইবনুল ইমাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ ভূপালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

মোল্লা কাতিব চালপী, কাশফুযযনুন, বৈরুত, দার আল ফিকর, ১৪০২ হি: /১৯৮২ খৃ:, পৃ. ১২১

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁ ভূপালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮০

আল্লামা হাফিয শামসুদ্দিন আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

শাইখ আব্দুর রাযযাক আল হামযাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

ডঃ আখতার ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

শাইখ আব্দুর রাযযাক আল হামযাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

মোল্লা কাতিব চালপী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১